বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র- ১ ডিসেম্বর ২০০৮, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৭ অগ্রাহায়ণ ১৪১৫
০১ ডিসেম্বর ২০০৮

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৮' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বর্তমান বিশ্বে এইডস সমগ্র মানব জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়াবহ এ রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। এই বাস্তবতায় এইডস দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে আমি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জনগণকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৮'- উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ)

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে বাংলাদেশ

ডাঃ মোঃ ইসহাক খান
লাইন ডাইরেক্টর, এনএএসপি ও এসবিটিপি

ভূমিকা
এইচআইভি/এইডস বর্তমান সময়ের এক বহুল আলোচিত রোগ যা পৃথিবীর অনেক দেশে মহামারী আকারে ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। এ রোগের ক্রমবর্ধমান হার মানবসমাজ ও সভ্যতার জন্য এক বিরাট হুমকী। ১৯৮১ সন থেকে বিগত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে এইচআইভি/এইডস-এর প্রকোপ বিভিন্ন দেশের সার্বিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি লোক এইডস-এর কারণে মারা গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এইচআইভি/এইডস আক্রান্তের শতকরা ৯৫ জনের বেশি উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী যেখানে রয়েছে সম্পদ ও স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা।

২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে বর্তমানে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ লোক এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রয়েছে। এ বছর নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ লক্ষ এবং এইডস রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ২১ লক্ষ। এ বছর প্রতিদিন নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৮০০ জন (অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আক্রান্ত হয়েছে ৫ জন)। ইদানীং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের পাশের দেশ ভারতেই রয়েছে ২৫ লক্ষ এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি যা আমাদের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি
বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম এইডস রোগ চিহ্নিত হয়। তার পর থেকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি হিসাবে (রিপোর্টেড) বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমিত লোকের সংখ্যা হলো ১৪৯৫ জন। উপরোক্ত সংখ্যার ৪৭৬ জনের মধ্যে এইডস রোগ দেখা দিয়েছে যার মধ্যে ১৬৫ জন এ পর্যন্ত মারা গিয়েছে। সরকারি প্রাপ্ত হিসাবে (রিপোর্টেড) বাংলাদেশে ২০০৭ সালে ৩৩৩ জন এবং ২০০৮ সালে ২৮৮ জন নতুনভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে।

বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত ও মৃত মানুষের সংখ্যা

	২০০৮ - এর ডিসেম্বর পর্যন্ত
• মোট এইচআইভি/এইডস সংক্রমিত লোকের সংখ্যা	১৪৯৫
• মোট এইডস আক্রান্ত লোকের সংখ্যা	৪৭৬
• এইডস-এ মোট মৃতের সংখ্যা	১৬৫

সর্বশেষ সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে আনুমানিক ৭,৫০০ জন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি রয়েছে। বাংলাদেশে সার্বিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার খুব কম (শতকরা ১ এর চেয়েও নিচে), তবে ৭ম সেরো-সারভাইল্যান্স জরিপের ফলাফলে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের শতকরা ৭.০ ভাগ এইচআইভি সংক্রমিত বলে ধরা পড়ছে। এটা ঘণীভূত মহামারীর চেয়েও শতকরা ২ ভাগ বেশি। বাংলাদেশে সার্বিকভাবে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা বর্তমানে কম হলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ।

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের মাত্রা শতকরা ১ভাগেরও কম। আমরা কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলেও সংক্রমণের জন্য সকল ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও পরিবেশ এখানে বিদ্যমান। আমাদের দেশ ভৌগোলিকভাবেও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা,যৌন ব্যবসা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি ও সাধারণ মানুষের যোগসূত্র, শ্রমিক অভিবাসন, জেন্ডার বৈষম্য, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নেশার আধিক্য, এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতার স্বল্পতা বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের নির্দিষ্ট কিছু উপায় রয়েছে যা সবার জানা প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌনমিলন, সংক্রমিতের রক্তগ্রহণ, জীবাণুমুক্ত না করে সিরিঞ্জ ব্যবহার এবং আক্রান্ত পিতা-মাতা থেকে সন্তানের মধ্যে রোগ বিস্তার।

বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচি
সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ে এইচআইভি/এইডস কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৯৮ সনে এনএএসপি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরীবিক্ষন ও মূল্যায়নে এনএএসপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সরকারের (এনএএসপি) বর্তমান প্রকল্পসমূহ
HNPSP- এর আওতায়
- এইচআইভি/এইডস টারগেটেড ইন্টারভেনশন (HATI): জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৮
- অন্যান্য কার্যক্রম

Global Fund - এর আওতায়
- জিএফএটিএম (GFATM) প্রকল্প (রাউন্ড-২): যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প: ২০০৪-২০০৯
- জিএফএটিএম (GFATM) প্রকল্প (রাউন্ড-৬): ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি ও যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প: ২০০৭-২০১২

এইচআইভি/এইডস টারগেটেড ইন্টারভেনশন (HATI) : এটি সরকারের একটি বৃহৎ কর্মসূচি যার লক্ষ্য হচ্ছে "বৈষম্য ও অপবাদ ব্যতিরেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে সংক্রমণ সীমিত রাখা"। ইতিপূর্বে এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন প্রজেক্ট (HAPP) ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রকল্প (HATI) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মোট ৪২টি এনজিও ইউনিসেফের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি যেমন - যৌনকর্মী, ইনজেশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী, সমকামী ও ভাসমান জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জিএফএটিএম (GFATM) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প : এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বাংলাদেশ "গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিউবারকিউলসিস এন্ড ম্যালেরিয়া" কার্যক্রমের আওতায় ২টি প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য পেয়েছে। এ প্রকল্প দুটোর ব্যবস্থাপনায় রয়েছে সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ এবং বাস্তবায়নে করছে মোট ৬২টি এনজিও।

ক) দ্বিতীয় রাউন্ড জিএফএটিএম (GFATM) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প-এর আওতায় ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী (২০০৪-২০০৯) কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের উপাদানসমূহ হচ্ছে -
- যুব সমাজের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধে গণমাধ্যম ও মুদ্রণ মাধ্যমে প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য প্রচার
- তরুণদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা, যুব বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা চালু ও তাদের মধ্যে কনডমের সহজলভ্যতা সৃষ্টি
- স্কুলের শিক্ষাক্রমে এইচআইভি প্রতিরোধমূলক শিক্ষা অর্ন্তভুক্তি
- পিতা-মাতা,অভিভাবক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এ্যাডভোকেসি এবং
- কর্মসূচিতে কৌশল নির্ধারণে প্রামাণ্য ডাটা ও তথ্য সরবরাহ।

খ) ৬ষ্ঠ রাউন্ড জিএফএটিএম (GFATM) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প -এর আওতায় ২০০৭ সাল থেকে আরো নিবিড় কর্মসূচির মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রাউন্ড-৬ প্রকল্প ৫ বছর মেয়াদী যা ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত পরিচালিত হবে। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে - ঝুঁকিপূর্ণ যুবসমাজ ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহনকারী, যৌনকর্মী এবং এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মানুষের জন্য সেবা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে -
- ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীদের জন্য ক্ষতি হ্রাস
- যৌনকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান
- এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের সেবা ও সহায়তা প্রদান
- গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে এইচআইভি'র প্রাথমিক প্রতিরোধ ও ঝুঁকি হ্রাস করা এবং
- সরকার ও এনজিও এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইয়েনিয়াম (WHO) প্রকল্প : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এনএএসপির কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এইচআইভি প্রতিরোধ, সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম উন্নয়ন, কাউন্সেলিং ও সারভেইল্যান্স, নিরাপদ রক্ত কার্যক্রম এবং জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করেছে।

উপসংহার
"এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" এই শ্লোগান এবং **"ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন"** এই প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ বছর বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হচ্ছে। সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি পালন করে থাকে। উদযাপন করা হয় সচেতনতার উৎসব। এইডস প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি ইতোমধ্যে যারা এ এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সকলের সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত।

"এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" - আসুন আমরা সবাই মিলে এইডস প্রতিরোধ করি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ অগ্রাহায়ণ ১৪১৫
০১ ডিসেম্বর ২০০৮

বাণী

অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ০১ ডিসেম্বর 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ঘাতকব্যাধি এইডস মোকাবেলা করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা হচ্ছে। এই রোগের প্রতিরোধের উপায় ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে গ্রহণ করা হচ্ছে জনসচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রম।

এবছর দিবসটি পালনের প্রতিপাদ্য 'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন'-এর আলোকে আমি সমাজের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ও সচেতন মহলকে এই মরণব্যাধি প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল বাস্তবায়নের পাশাপাশি সর্বাত্মক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

(ড. ফখরুদ্দীন আহমদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব এইডস দিবস ১ ডিসেম্বর ২০০৮ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি, এসব কর্মসূচি এইডস-এর ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে কার্যক্রমের প্রসার, যুবক শ্রেণীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মসূচিতে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের সম্পৃক্ত করাসহ এইচআইভি/এইডস বিষয়ে চলমান সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার করতে প্রেরণা যোগাবে।

বাংলাদেশে এইডস বিষয়ে চলমান কার্যক্রমে বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও এরূপ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতি বছর বিশ্ব এইডস দিবস আমাদের মাঝে আসে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মহামারী প্রতিরোধের অঙ্গীকার নিয়ে। এইচআইভি/এইডস মহামারী যেকোনো দেশ এবং সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন'**। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে এবং আক্রান্তদের ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানের জন্য আমি সরকারের পাশাপাশি সংশিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-সমূহ ,জনপ্রতিনিধিগণ, পেশাজীবি সংগঠন, সুশীল সমাজ ও দাতা সংস্থাসমূহকে যৌথ ও সমন্বিত নেতৃত্ব প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন, আমরা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই এবং একসাথে কাজ করি।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮-এর সকল আয়োজন সফল হোক।

(ড. এম এম শওকত আলী)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পৃথিবীতে এইচআইভি/এইডস মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সকল দেশে এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সেখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নানারকম প্রতিকূল প্রভাব বিশ্ববাসীকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

আমাদের দেশে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সরকার অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনএএসপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে শতাধিক এনজিও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি, কিশোর-কিশোরী, যুবসমাজ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে কাজ করছে। এসব কর্মসূচি ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে।

এবারের এইডস দিবসের অঙ্গীকার **'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন'**। এই অঙ্গীকার আমাদের সকলের। এই অঙ্গীকার পালনের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে জনগণকে আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাসহ নানারকম উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমন্বিত উদ্যোগ ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এ রোগ প্রতিরোধে সফল হব।

আসুন, সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আমাদের অঙ্গীকার পালন করি।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮-এর সকল আয়োজন সফল হউক।

(এ এম এম নাসির উদ্দিন)

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৮ সালে প্রথমবারের মতো ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনের সূচনা করা হয়। ক্রমেই বিশ্ব এইডস দিবস বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ে যা বিশ্বব্যাপী এক ব্যাপক ও বৃহৎ সচেতনতা দিবসে পরিণত হয়েছে। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর এ দিবসটি বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশও বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিবছর দিবসটি পালনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এ বছর বিশ্ব এইডস দিবসের বিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে, বিশ্ব এইডস দিবসের বিশ বছর পূর্তিতে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় **'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন'**। 'নেতৃত্ব দিন' এই অঙ্গীকার সামনে রেখে গৃহীত কর্মসূচি জনগণকে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে আমাদের একটি বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করবে।

দিবসটি পালনের জন্য এ বছরে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতীয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, সমাবেশ ও রচনা প্রতিযোগিতা। এছাড়াও প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ও টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, বয়স ও পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে এইডস প্রতিরোধ আন্দোলনে আন্তরিক অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৮ এর সকল আয়োজনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮ যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে। এই দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে আমাদের এই বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার এ অঞ্চলের অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম হলেও দেশের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির অবস্থান, ঝুঁকিপূণ যৌন আচরণ, মাদক ব্যবহার, ভ্রান্ত ধারনা ও বিশ্বাস, দারিদ্র, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকার সমস্যা ইত্যাদি কারণে ক্রমেই এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় এইচআইভি/এইডস মহামারী প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে কাজ করে চলেছে। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সাথে জড়িত নারী, পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এবং সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে নেতৃত্বদান এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

বর্তমানে সরকারি কার্যক্রমের অধীনে শতাধিক বেসরকারি সংস্থা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছে, মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে এইচআইভি/এইডস-কে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিগণ বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। এইডস মহামারীর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রতিবছর বিহেভিয়ারাল ও সেরো-সারভাইলেন্স সম্পাদন করা হচ্ছে।

এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন'** এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসুন সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং সকলের সহযোগিতায় আমরা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ করি।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(প্রফেসর মোঃ আবুল ফয়েজ)

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ক্ষমতায়ন ও সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিন' সামনে রেখে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮ । এই উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস-এর প্রকোপ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও অনেক কম। তবে এ মহামারী থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং সুযোগ্য নেতৃত্ব।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সমাজের সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের যেমন রয়েছে অধিকার তেমনি প্রত্যেকের দায়িত্বও অপরিসীম। আমাদের পরিবার থেকে শুরু করে এই দায়িত্ববোধ ক্রমান্বয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রসারিত হোক। জেন্ডার, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও আইনগত দিক এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত বিষয়গুলো মানব উন্নয়নের জন্য আজকের বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে, তাহলে অপবাদ ও বৈষম্য ভুলে আমরা আরো সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে পারবো।

পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে এইচআইভি/এইডস এর প্রকোপ বেশী থাকায় ভৌগোলিক কারণে আমরা একটি নাজুক অবস্থানে রয়েছি। তাই আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোনক্রমেই যেন এইডস আমাদের দেশে মহামারী রূপে সংক্রমিত হতে না পারে সেজন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ব্যাপারে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীদেরও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

এইডস প্রতিরোধে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে, মাঠকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের অঙ্গীকার পালন করে বাংলাদেশকে এইডস মহামারী থেকে মুক্ত রাখতে আসুন আমরা সবাই মিলে কাজ করি।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৮-এর সকল মহতী উদ্যোগের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

(কামরুন নেছা খানম)